ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যোগদান-১ম বার

১০/১/১৯৯২ তারিখে নকলা থেকে রিলিজ নিয়ে পরের দিন ময়মনসিংহ আসলাম যোগদান করতে। আমার অর্ডারে লিখা ছিল প্রভাষক, প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ডাঃ ওবাইদুল আলম-এর বিপরীতে। আমি বিকেলে তার ল্যাবে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সালাম দিয়ে পরিচয় দিয়ে সামনে বসলাম। তিনি বললেন

-শুনেছি আমাকে বদলী করা হয়েছে গৌরিপুরে। অর্ডারটা আমার কাছে আসে নি।

-আমার কাছে আছে। দেখবেন?

-পরে দেখে নিব নে।

বুঝলাম আমার মধ্যে খুশী খুশী ভাব থাকলেও তার মধ্যে থাকার কথা না। তিনি আমার আগের মত উপজেলার উপজ্বালায় পরবেন। আমি চলে আসলাম। প্রিন্সিপাল অফিসে যোগ দিতে গেলাম। অফিস বললেন ওবাইদুল সাব রিলিজ না নিলে আপনি যোগদান করতে পারবেন না। ঘূরাফিরা করি। বিভিন্ন বিভাগে গিয়ে বিভিন্ন টিচারের সাথে পরিচিত হই। কোন কোন বিভাগে পরিচিত ডাক্তার পাই। আমাদের বিভাগে আমার ৬/৭ বছরের সিনিয়র ডাঃ আনিস ভাইকে প্রভাষক হিসাবে পেলাম। জানতে পারলাম তার বাড়িও টাংগাইল। তিনি তাই আমাকে বেশী বেশী খাতির করলেন। ওবাইদুল ভাই রিলিজ নেয়ার আলামত দেখাচ্ছেন না। আমাকে এভয়েড করা শুরু করলেন। আনিস ভাইকে আমি বললাম

-ওবাইদুল ভাই তো রিলিজ নিচ্ছেন না। তাই আমি যোগদান করতে পারছি না। কি করা যায়।

-আপনাদের অর্ডারে তো স্টান্ড রিলিজ লেখা নাই। তাই ওনি রিলিজ নিতে বাধ্য না। যতদিন পারেন থাকবেন।

-আমি তো রিলিজ নিয়ে এসেছি। আমার ট্রাঞ্জিশন পেরিয়ড আজই শেষ। বিপদে পরলাম দেখি।

-আপনি প্রিন্সিপাল স্যারকে খুলে বলেন।

আমি প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মোফাখখারুল ইসলাম স্যারের রুমে গেলাম। বললাম

-স্যার, আমি আপনার ছাত্র। এম-১৭ ব্যাচ। ১৯৮৪ সনে আপনার সাব্জেক্ট পাস করেছি। ১৯৮৫ সনে এমবিবিএস পাস করেছি। আমার এখানে প্রভাষক পদে অর্ডার হয়েছে। আমি ১০/১/৯২ তারিখে রিলিজ নিয়েছি। আজ যোগদান করার শেষ দিন। ঐ পোস্টে ডাঃ ওবাইদুল ভাই আছেন। ওনাকে গৌরিপুর বদলী করা হয়েছে। রিলিজ নিচ্ছেন না। স্যার, আমার তো সমস্যা হবে।

স্যার, বেল টিপলেন। পিওন আসল।

-স্যার।

-প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক ডাঃ ওবাইদুল আলমকে সালাম দাও।

ওবাইদুল ভাই আসলেন।
-আসসালামু আলাইকুম, স্যার।
-ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডাঃ ওবাইদুল, ওর আজ যোগদানের শেষ দিন। তুমি রিলিজ না নিলে ও যোগদান করতে পারবে না। তুমি আজ রিলিজ নাও।
-আচ্ছা, স্যার।
আমি ১৪/১/৯২ তারিখে যোগদান করলাম। একই সময় আমার ব্যাচমেট ডাঃ একেএম মুসা(শোহীন)ও প্যাথলজি এন্ড মাইক্রোবায়োলজির প্রভাষক পদে যোগদান করল। পুরাতন বন্ধু পেলাম একই ডিপার্মেন্টে । অধ্যাপক ডাঃ ফজলুর রহমান স্যার ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান । প্রফেসর ডাঃ মীর্জা হামিদুল হক স্যার ও প্রফেসর ডাঃ জামসেদ হায়দার সিদ্দিকী স্যার ছিলেন সহকারী অধ্যাপক। আমি ও মুসা ফজলুর রাহমান স্যারের নিকট নির্দেশনা চাইলাম। তিনি আমাদেরকে কিছুদিন পড়াশুনা করতে বললেন। ভাল পড়াতে হলে ভাল জানতে হবে। মুসা মাইক্রোবায়োলজি আর আমি প্যাথলজি টিউটোরিয়াল ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

তখন এম-২৪ ব্যাচের প্যাথলজি ফাইনাল প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষা চলছিল। একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ওটা আগামী পর্বে "ময়মনসিংহ পর্ব-১" এ লিখব।
====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১৩/৭/২০১৭